অপারেশন কানসাট

স্থানঃ চাপাই নওয়াবগঞ্জের এক অখ্যাত গ্রাম, নাম কানসাট।
কালঃ ২০০৬ সালের জানুয়ারী-এপ্রিল মাস।
পাত্রঃ খালেদা-নিজামী সরকারের পরাক্রমশালী পুলিশ বাহিনী বনাম কানসাট ও আশেপাশের গোটাকয়েক গ্রামের শ্রমজীবি-কৃষিজীবি নরনারী।

কানসাটবাসীদের দাবী কোন রাজনৈতিক দাবী ছিল না। তাদের ঘরে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে, কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তেইশ ঘন্টাই তার দেখা মেলে না। বিদ্যুৎগতিতে তিনি আসেন, বিদ্যুৎগতিতে চলে যান। অথচ হতদরিদ্র গ্রামবাসীদেরকে মিনিমাম চার্জবাবদ মোটা অংকের গচ্চা দিতে হয় মাসে মাসে। ওদিকে সেচ মৌসুম আগতপ্রায়। বিদ্যুৎবিবি যদি এমত চঞ্চলা হন, তাদের প্রাণপ্রিয় ধানগাছগুলি শুকিয়ে মারা যাবে। তাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎসরবরাহ ও অযৌক্তিক চার্জ প্রত্যাহারের দাবীতে জোটবদ্ধ আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে যায় কানসাটবাসী। অত্যন্ত যৌক্তিক একটি দাবী যা আলোচনার মাধ্যমে অতি সহজেই সুরাহা করা যেতো। কানসাটবাসী আর যাই হোক, জোট সরকারের পদত্যাগ তো আর চায়নি। তবুও আলোচনার পরিবর্তে পেশীশক্তির সাহায্য নিল সরকার, নিজ দেশের জনগণের উপর পুলিশ বাহিনী ও জাতীয়তাবাদী ক্যাডারদের লেলিয়ে দিল। কেন দিল কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে কানসাটবাসী গোড়াতেই একটি ভুল করে বসেছিল। আন্দোলনের নেতা হিসেবে তারা বেছে নেয় গোলাম রব্বানী নামক এক সাধারণ কৃষককে। রব্বানী না জাতীয়তাবাদী না বাকশালী। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী না হলে রাস্তার আন্দোলন তো দুরের কথা, ঘরের ভেতরও খোলাখুলি কথা বলা বিপজ্জনক। দেশটিকে জাতীয়তাবাদীরা গোটাকয়েক সুবায় ভাগ করে নিয়েছে। একেক অঞ্চলের একেক সুবেদার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেবীদ্বার থানার সুবেদার হচ্ছেন সেখানকার এমপি- জনৈক মুন্সী। আদালতের আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর দায়ে অতি সম্প্রতি তিনি ছয় মাসের কারাদন্ড লাভ করেছেন। দিন কয়েক আগে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার আইনজীবিগণ দেবীদ্বারে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। তবে পুর্ব হতে বেয়াকুব সাংবাদিকগণ মুন্সী সাবের অনুমতি নেননি, তাই তাদের সম্মেলন হতে দেয়া হয়নি। ঠিকই তো, আমার জমিদারীতে যাবেন আর আমার অনুমতি নেবেন না, তাকি হয়? যেখানে আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ বিগত সাড়ে চার বছর যাবৎ নিজ এলাকা দেবীদ্বারে যেতে পারেন না বলে রিপোর্ট বেরিয়েছে, সেখানে বেওকুফ সাংবাদিকদের এত বড় সাহস!
চাপাই নওয়াবগঞ্জ তথা রাজশাহী অঞ্চলের একমেবাদ্বিতীয়ম অধীশ্বর হচ্ছেন মিনু। তার এবং কানসাটের এমপি শাহজাহান মিয়ার অগোচরে কোথাকার কোন গোলাম রব্বানী কানসাটের গণনায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে- তাকি মেনে নেয়া যায়? যায় না। এই ভুলের খেসারত দেয়া কানসাটবাসীদের জন্যে অবধারিত ছিল। আর তাই জাতীয়তাবাদী পুলিশ দলের টার্গেট প্র্যাক্টিসের শিকার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলো বিশজন আদম সন্তান, যার মধ্যে দশ বছর বয়েসী শিশুও রয়েছে (৪ঠা জানুয়ারী ২ জন, ২৩শে জানুয়ারী ৭ জন, ৬ই এপ্রিল ৫ জন ও ১২ই এপ্রিল ৬ জন- সর্বমোট ২০ জন)।

৪ পর্ব বিশিষ্ট উপরোক্ত আন্দোলনগুচ্ছের মধ্যে শেষের গুচ্ছটি (১২ই এপ্রিলের ইপিসোড) নিম্নলিখিত কারণে অনন্য বৈশিষ্টের দাবীদারঃ-

১- ১২ই এপ্রিল ট্রাজেডীর আগের দিন মেয়র মিনু কানসাট পরিদর্শনে আসেন, জনগণের সাথে কথা বলেন এবং পুলিশ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিয়ে যান।

২- মিনুর কানসাট ত্যাগের পর পরই পুলিশ বাহিনী কানসাটে দ্বিতীয় একাত্তরের সুচনা করে। একাত্তরে পাক-বাহিনী যেভাবে গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালাত, বাড়ীঘর ভাংচুর করতো, লুটপাট করতো, মেয়েদের উপর নির্যাতন চালাতো- তার কোনটিই বাদ রাখেনি পুলিশ। গুলি করে মানুষ মেরেছ, টাকাপয়সা সোনাদানা যা পেয়েছে লুটপাট করেছে, মাবোনেদের উপর নির্যাতন করেছে, শতাধিক নারী ধর্ষিতা হয়েছে বলে পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ। ১৪ তারিখের সংবাদ রিপোর্ট করেছে যে সেখানে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে স্বামীকে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে! একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনী নিজ দেশের নাগরিকদের উপর এমন পাশবিক আচরণ করবে, ভাবা যায়? কেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে ছিন্ন কন্থার বোঝা মাথায় চাপিয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে বিলে, বনেজঙ্গলে, আঁখখেতে কিংবা পাশ্ববর্তী গ্রামের আত্মীয়

স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, উপরোক্ত ঘটনা হতেই তার কারণ বুঝা যায়। ঠিক যেন একাত্তরের হুবহু পুনরাবৃত্তি। পার্থক্য শুধু একটাই। সেবার অপারেশনে ছিল টিক্কা খানের জল্লাদ বাহিনী ও তার এদেশীয় দোসররা। এবারকার অপারেশনে ছিল খালেদার পুলিশ বাহিনী ও তার রাজশাহী অঞ্চলের দোসর মিনু-শাহজাহান মিয়ারা।

৩- আন্দোলনকারীদের উপর কোনরূপ নির্যাতন না করার জন্যে ইতিপুর্বে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে খালেদা-নিজামির বীর পুলিশ বাহিনী জনগণের উপর চড়াও হয়েছে এবং সেখানে এক মিনি একাত্তরের সৃষ্টি করেছে। আইন আদালতের প্রতি জোট সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কী পরিমান আস্থা আছে, এই ঘটনা কি তার পরিমাপক নয়?

৪- কানসাটের এই নির্যাতন ও গণহত্যায় সাধারণ দেশবাসী দারুনভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবি তথা সুশীল সমাজীদের মনে এই ঘটনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সুশীল সমাজশিরোমনি ডঃ ইউনুছ কিংবা কিশোরকিশোরীদের হার্টথ্রব ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহম্মেদদের মতো ব্যক্তিত্বের মুখ থেকে এক পশলা ধিক্কারধ্বনি বেরিয়েছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই। সুশীলসমাজসুলভ নির্লিপ্ততার দুর্গে ফাটল ধরাতে যতটুকু রক্তের প্রয়োজন, কানসাটবাসী বোধ হয় ততটুকু যোগান দিয়ে উঠতে পারেনি, তাই হয়তো সুশীল সমাজীদের এই দুঃসহ নির্লিপ্ততা। কিংবা এও হতে পারে যে কানসাটবাসীদের আন্দোলনের মাঝে হয়তো রাজনীতির দূর্গন্ধ আবিষ্কার করে বসেছিলেন তারা, তাই নিজেদের পবিত্র নাসিকাযুগলকে সযত্নে তফাতে রেখেছেন।

কানসাট পর্বের আপাত সমাপ্তি ঘটেছে। মিনু-শাজাহান গংদেরকে নাকে খৎ নিয়ে ছেড়েছে কানসাটবাসী। দু'দিন আগেও যাকে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী বলে গাল দিয়েছিলেন তারা, তাকেই বিপত্তারক কান্ডারি বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। এই সরকার বিগত সাড়ে চার বছরে অপকর্মের যে রেকর্ড গড়েছে এবং যে হারে প্রতিদিন রেকর্ডের সংখ্যা বাড়িয়েই চলছে (কানসাট সঙ্গীতের মীঢ়গুলি বিলীন হতে না হতেই চট্টগ্রামে কোহিনুর মিয়ার আরেক জাতভাই আকবর ভাই ভিন্ন সুর বাজিয়ে বসলেন। একেবারে অগ্নিক্ষরা দীপক রাগিনী। সাংবাদিকরা যেভাবে কিলঘুষি লাথি আর রাইফেলের বাটের আঘাতে ধরাশায়ী হচ্ছিল সে চিত্র বাঙালিদের মনে বহুকাল খোদাই হয়ে থাকবে। কোহিনুর-আকবরদের মতো আরও কত ক্যাডার জমা আছে পুলিশ বাহিনীতে কে জানে), ভবিষ্যতের কোন সরকার সে রেকর্ড ভাঙতে পারবে বলে মনে হয় না। বহু আগেই কানসাটের মতো গোটা দেশটাই ফুসে উঠার কথা ছিল। মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলের নারকীয় বর্বরতা কিংবা ২১শে আগষ্টের গ্রেনেড হামলার মতো একটিমাত্র ঘটনাই যে কোন সরকারের তখতে তাউস ধ্বসিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে এতকিছুর পরেও জনতাকে সেভাবে প্রতিবাদী হতে দেখা যায়নি। মনে হয়েছিল বাঙালির চিরাচরিত প্রতিবাদী চরিত্রটাই বুঝি পাল্টে গেছে। কিন্তু কানসাটের ঘটনা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে জনতা আসলে ঘুমন্ত সিংহ। তার কানে জাগরণের মন্ত্রটি সঠিকভাবে দিতে পারলে সে ঠিকই জেগে উঠে এবং মুহূর্তের মধ্যেই অত্যাচারী দানবটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে।

জনতাকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্রটি বিরোধী দলগুলির জানা আছে কিনা- তাই শুধু দেখার বিষয়।

ছগিরালী খাঁন

১৭-০৪-২০০৬